দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ২২/১/২০১০
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাবিতে ছাত্রদলের ডাকা দ্বিতীয় দিনের ধর্মঘট আংশিক পালিত

ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের মিছিল-সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ডাকা দ্বিতীয় দিনের ধর্মঘট গতকাল (বৃহস্পতিবার) আংশিক পালিত হয়েছে। পুলিশের বাধার মুখে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে পিকেটিং করতে না পারলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির কারণে অনেক বিভাগেই ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষাগুলো যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিকে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ। আহূত ধর্মঘট সফল

পৃঃ ২ কঃ ৪

ঢাবিতে ছাত্রদলের ডাকা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

করতে গতকাল সকাল ৮টায় শাহবাগ মোড়ে জড়ো হয় ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে তারা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা শাহবাগ মোড় থেকে পরিবাগ হয়ে মোতালেব প্লাজার সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আবদুল মতিন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ওবায়দুল হক নাসির, ইশতিয়াক হোসেন নাসির, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল আগের তুলনায় কম। কলাভবনে দর্শন, ইতিহাস ও সাংবাদিকতা বিভাগে কয়েকটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব ঘোষিত সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে দুপুরে সাড়ে ১২টায় ছাত্রদলের সন্ত্রাস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। বিক্ষোভ মিছিলটি মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অপরাজেয় বাংলায় সমাবেশে মিলিত হয়। ছাত্রলীগ ঢাবি শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশার পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন, ইমাউল হক টিটু, জয়দেব নন্দী প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন, সহ-সভাপতি গোলাম সারোয়ার কবির, গোলাম সারোয়ার কবির, রাশেদুল মাহমুদ রাসেল, সুজ্জাতুর রহমান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু, জসিম উদ্দিন, নাসিম আল রুপক, আবু আব্বাস ভূইয়া, আবদুল্লাহ আল মামুন, মফিজুল ইসলাম ঢালি, নাজমুল হক জনি প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ছাত্রদল নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ ধর্মঘটকে তীব্রভাবে প্রত্যাখান করেছে, যার প্রমাণ আজ প্রায় প্রতিটি বিভাগে ক্লাশ ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীলকারীদের প্রতিহত করবে।